'শিক্ষকের প্রতারণায়' এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারেননি ২২ শিক্ষার্থী

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
০১ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে অধ্যক্ষ ও এক প্রভাষকের 'প্রতারণার' কারণে চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি নিকরাইল শমশের ফকির ডিগ্রি কলেজের ২২ পরীক্ষার্থী। গতকাল রবিবার সকালে পরীক্ষার প্রথম দিনে ওই কলেজের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নিকরাইল পলশিয়া রানী দিনমনী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষোভ ও বেঞ্চ ভাঙচুর করেন।

এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে তাদের কেন্দ্রের ভেতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও বাইরে এসে পরীক্ষা চলাচলকালীন সময়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগে জানা যায়, এইচএসসি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে কলে?জ কর্তৃপক্ষ। অনেক শিক্ষার্থী অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করেন। পরে কলেজের সাবেক অফিস সহকারী (বর্তমানে বাংলা বিভাগের প্রভাষক) লোকমান হোসেন ২২ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নেন। কিন্তু পরবর্তী সময় ওই শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করে দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। ফলে বোর্ড থেকে তাদের প্রবেশপত্রও আসেনি।

সরেজমিন দেখা যায়, রবিবার সকাল ৮টায় ২২ পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে সমবেত হন। তারা পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাওয়া শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে হলের বেঞ্চ ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে হতাহাতি ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়।

খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ভূঞাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মানুনুর রশীদ, ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসান উল্লাহ্ এবং নিকরাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুল হক মাসুদ ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষা শুরুর আধা ঘণ্টা পর বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র থেকে

সরিয়ে নেন।

পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা নাজমুল ইসলামসহ বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বলেন, ফরম ফিলাপের সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা দাবি করে। পরে শিক্ষক লোকমান হোসেন ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা করে নিয়ে ফরম পূরণের আশ^াস দেন। গত শনিবার প্রবেশপত্র আনতে কলেজে যাই। তখন জানতে পারি আমাদের প্রবেশপত্র আসেনি। পরে লোকমান স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আমাদের কলেজ থেকে বের করে দেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগের বিষয়ে জানতে কলেজের সাবেক অফিস সহকারী লোকমান হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিলেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

অধ্যক্ষ আকতারুজ্জামান অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২২ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ না নিতে পারার কোনো দায় নেবে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। হামলা, ভাঙচুরে জড়িত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউএনও মামুনুর রশীদ বলেন, ২২ শিক্ষার্থী প্রবেশপত্র না পাওয়ায় প্রথম দিন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। পরে তারা কেন্দ্রের গেট বন্ধ করে পরীক্ষা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করে। বিষয়টি জানামাত্রই ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠু সমাধানের আশ^াসে তাদের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। যারা শিক্ষার্থীদের থেকে ফরম ফিলাপের অর্থ নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হয়েছে।

আরও খবর থেকে আরও পড়ুন